অভ্যন্তরীণ নৌযান পরিদর্শন ও মামলা প্রদান পদ্ধতি

নৌযান পরিদর্শনঃ

নৌযান পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

যে কোন নৌযান নতুন নির্মাণ হওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার নৌযানটি সরেজমিনে জরিপ করে অনুমোদিত নকশায় উল্লেখিত পরিমাপসমূহ অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে কিনা প্রথমে তা যাচাই করেন। পরবর্তীতে অনুমোদিত নকশায় যে সংখ্যক কেবিন স্থাপনের কথা তা সঠিক সংখ্যায় আছে কিনা, নকশায় উল্লেখিত ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন বসানো হয়েছে কিনা, নৌযান পরিচালনা করার জন্য যে সকল নেভিগেশনাল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা স্থাপন করা হয়েছে কিনা, নেভিগেশনাল বাতিসমূহ সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে কিনা, যাচাই করেন। পরবর্তীতে জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম (বয়া, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ র‌্যাফট, লাইফ বোট,ইত্যাদি) এর সংখ্যা ও অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের (ফায়ার এক্সটিংগুইসার, বালতি, ইত্যাদি) সংখ্যা নির্ধারণ করেন। নৌযানটি নিরাপদ পরিচালনার জন্য নাবিক সংখ্যা নির্ধারণ করেন এবং নির্ধারিত গ্রেডের ও সংখ্যার যোগ্যাতা সনদধারী মাস্টার-ড্রাইভার নিয়োগ নিশ্চিত করার পর সন্তোষজনক বিবেচিত হলে রেজিস্ট্রেশন সনদ জারী করার পাশাপাশি সার্ভে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন এবং সার্ভে সনদ জারীর নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট অনলাইনে নৌ পরিবহণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। প্রেরিত ডকুমেন্টসমূহ যাচাই-বাছাই করে অধিদপ্তরের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হলে সার্ভে সনদ জারী করা হয়।

পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

একজন সার্ভেয়ার বৎসরে একবার নৌযানটি সার্ভে করে করে ফিটনেস প্রদান করে। পরিদর্শকের দায়িত্ব হলো সার্ভে সনদপ্রাপ্ত (ফিটনেস) নৌযানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে সকল সময় ফিটনেস বজায় রাখা। এছাড়াও পরিদর্শকদের আরও যে সকল দায়িত্ব রয়েছে তার মধ্যে অবৈধ চলাচলকারী অরেজিস্ট্রিকৃত নৌযানসমূহকে আইনের আওতায় আনয়ন করা। সার্ভেয়ারদের কাজে সহায়তা করা। দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রাথমিক প্রতিবেদন নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা।

পরিদর্শন পদ্ধতি ঃ

অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নৌযান দেখা যায়, যেমন- যাত্রীবাহী নৌযান, লঞ্চ, মালবাহী, বালিবাহী, তেলবাহী, ডাম্ববার্জ, টাগবোট, ফেরী, ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের নৌযানের নৌযানের বিভিন্ন ধরনের আকৃতি ও প্রকৃতি। সাধারণতঃ যে কোন নৌযান পরিদর্শনের সময় যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় সেগুলো হলো-

(১) প্রথমতঃ নৌযানের কাগজপত্র পরীক্ষা করা। যেমন, হালনাগাদ সার্ভে সনদ, রেজিস্ট্রেশন সনদ, সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সনদ, মাস্টার-ড্রাইভারদের যোগ্যতা সনদ, জিএ প্ল্যান, ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয়তঃ নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সনদ অনুযায়ী মাস্টার-ড্রাইভার, সুকানী-গ্রীজারসহ অন্যান্য নাবিকরা নৌযানে নিয়োজিত আছে কিনা পরীক্ষা করা;

(৩) তৃতীয়তঃ নিরাপদ নাবিক সনদে উল্লেখিত গ্রেডের ও সংখ্যার মাস্টার-ড্রাইভার নৌযানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং মুল সনদের পিছনে সংযুক্ত এক্সটা শীটে মাস্টার-ড্রাইভারের নাম এনডোর্স করা আছে তা যাচাই করা;

(৪) চতুর্থতঃ সার্ভে সনদে উল্লেখিত সংখ্যার লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট, অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম ব্যবহার উপযোগী এবং নির্ধারিত সংখ্যায় আছে কিনা, যাচাই করা;

(৫) পঞ্চমতঃ সার্ভে সনদে উল্লেখিত নির্ধারিত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র কার্যকর অবস্থায় আছে কিনা, বা মেয়াদ উত্তীর্ন কিনা (ফোম টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুটইসারের সিলিন্ডারের গায়ে পুনঃভরনের তারিখ ও মেয়াদ সম্বলিত স্টিকার এবং CO_2 টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইসারের মিটারে নির্দেশিত কাঁটা সবুজ ঘরে আছে কিনা) যাচাই করতে হবে;

(৬) ইঞ্জিন রুমের সন্মুখে/পার্শ্বে বালির বাক্সে বালি রাখা আছে কিনা এবং ফায়ার বালতি ইঞ্জিন রুমের সামনে সঠিক সংখ্যায় রশি বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে পরীক্ষা করতে হবে;

(৭) যাত্রীবাহী নৌযানের বেলায় অনুমোদিত জিএ প্ল্যান অনুযায়ী কেবিনের বিন্যাস সঠিক সংখ্যায় আছে কিনা যাচাই করা;

(৮) বৃহদাকার যাত্রীবাহী নৌযানে হাইড্রোলিক সুকান স্থাপন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা;

(৯) নেভিগেশনাল বাতিসমূহ (সার্চ লাইট, নট আন্ডার কমান্ড লাইট, ফগ লাইট, সাইড লাইট (লাল ও সবুজ), ব্যাক লাইট, মাস্টহেড লাইট, ইত্যাদি সঠিক অবস্থানে স্থাপন করা আছে কিনা এবং কার্যকর অবস্থায় আছে কিনা যাচাই করা;

(১০) যাত্রীবাহী নৌযানের প্রতি তলায় রেলিং এর পাশে ক্ল্যাম দিয়ে বয়া স্থাপন করা আছে কিনা এবং যাত্রী ডেকসমূহে যাত্রীদের হাতের নাগালে র‌্যাকে বয়াসমূহ রাখা আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে;

(১১) মাস্টার ব্রীজে নেভিগেশনাল ইকুইপমেন্টসমূহ সঠিক অবস্থানে কার্যকর আছে কিনা এবং নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক দেয় নমুনা অনুয়ায়ী বাতিসমূহের সুইচ বোর্ড মাস্টার ব্রীজে স্থাপন করা আছে কিনা যাচাই করতে হবে;

(১২) যাত্রীবাহী নৌযানের হ্যাজ কভারসমূহ রাবার গ্যাস্কেট দিয়ে পানিরোধী করা আছে কিনা; এবং হ্যাজ কভারসমূহের একপাশে ক্ল্যাম দিয়ে আটকিয়ে অপর পাশ নাট-বোল্ট দিয়ে ভালোভাবে আটকানো আছে কিনা যাচাই করতে হবে;

(১৩) যাত্রীবাহী নৌযানে পচনশীল ও ড্রামে বহণকৃত মালামাল ছাড়া ডেকের উপর কোন প্রকার ব্যবসায়িক মালামাল পরিবহণ করা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ সকল মালামাল হ্যাজে বহণ করার জন্য বাধ্য করতে হবে;

(১৪) যাত্রীবাহী নৌযানে বস্তা বা ক্যারেটে বহণকৃত পচনশীল মালামাল নৌযানের পিছনের অংশে খুব বেশী স্তুপকৃত অবস্থায় রাখা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(১৫) যাত্রীবাহী নৌযানে ড্রামে বহণকৃত মালামাল নৌযানের দু'পাশে সমভাবে রেখে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কিনা, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন অবস্থায় ড্রামে বহণকৃত মালামাল হ্যাজে বহণ করা যাবে না।

(১৬) যাত্রীবাহী নৌযানে হাঁস-মুরগী, গ্যাস সিলিন্ডার বা বিপদজ্জনক বস্তু বহণ করা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে;

(১৭) মাস্টার ব্রীজে এবং ইঞ্জিন রুমে বিছানাপত্র, ব্যবহার্য্য কাপড়চোপড় রাখা আছে কিনা যাচাই করতে হবে;

(১৮) যাত্রীবাহী নৌযানের পিছনের অংশে ছাদে যাওয়ার জন্য কোন সিড়ি স্থাপন করা আছে কিনা যাচাই করতে হবে;

(১৯) হাইড্রোলিক হর্ণ স্থাপন করা থাকলে অপসারণ করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(২০) যে কোন ধরনের নৌযানে মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্য নদীতে ফেলে নদীর পানি দূষিত করতে না পারে সে জন্য ময়লা ফেলার ঝুড়ি, রিটেনশন ট্যাংক নৌযানে স্থাপন করা হয়েছে কিনা যাচাই করতে হবে;

(২১) যাত্রীবাহী নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতে না পারে সে দিকে রাখতে হবে;

(২২) দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নৌযানের চলাচল বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(২৩) নৌযানে রেডিও, মোবাইল ফোন, ফার্ষ্ট এইড বক্স, টর্চ লাইট আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে;

(২৪) কুয়াশার ঘন্টা আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে;

(২৫) তেলবাহী নৌযান পরিদর্শনের সময় নৌযানে CO_2 প্ল্যান্ট স্থাপন করা আছে কিনা; এবং রান্নার কাজে হট প্লেট ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, যাচাই করতে হবে।

(২৬) মালবাহী নৌযানে অতিরিক্ত মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে কিনা যাচাই করতে হবে; এজন্য নৌযানে পার্শ্বে অবস্থিত গোল দাগ অতিক্রম করলে বুঝতে হবে নৌযানটি অতিরিক্ত মালামাল বহণ করছে;

(২৭) যে সকল মালবাহী নৌযান উপকূল অতিক্রম করে বহিঃনোঙ্গরে অবস্থিত মাদার ভেসেল থেকে মালামাল অনলোড করে সে সকল নৌযানের উপকূল অতিক্রমের অনুমতি পত্র আছে কিনা যাচাই করতে হবে।

(২৮) এমন অনেক নৌযান মালিক আছে যাদের মালিকানায় একাধিক নৌযান আছে, এদের মধ্যে অনেকে এক নৌযানের সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে অন্য নৌযান পরিচালনা করছে। এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(২৯) অনেক সময় দেখা যায় একই মালিকের একাধিক নৌযান আছে যার মধ্যে পরিমাপগত ভিন্নতা রয়েছে। অনেক সময় সরকারের ভ্যাট-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য অথবা অনুমোদিত পরিমাপের বেশী আকৃতির নৌযান তৈরী করে ছোট আকৃতির নৌযান দেখিয়ে বড় আকৃতির নৌযান রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিচ্ছে। এ ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ড রোধ করার জন্য সার্ভে সনদে উল্লেখিত পরিমাপে সন্দেহ হলে প্রয়োজনে পরিমাপ করে নিশ্চিত হতে হবে।

(৩০) প্রতিটি নৌযানের সন্মুখে উভয় পার্শ্বের এবং নৌযানের পিছনে স্টীলের পাত দ্বারা রেজিস্ট্রেশন নম্বর ওয়েল্ডিং করা আছে কিনা যাচাই করতে হবে।

নৌযান পরিদর্শনের সময় নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শন চেক লিষ্ট অনুসরণ করে একটি নৌযান পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনের সময় নৌযানের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, মাস্টার-ড্রাইভাররের নাম ঠিকানা, সনদ নম্বর, ইত্যাদি এবং যে সকল অপরাধ করেছে তা চেক লিষ্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং মাস্টার-ড্রাইভারের স্বাক্ষর গ্রহন করতে হবে।

ডকইয়ার্ড/শিপইয়ার্ড পরিদর্শন ঃ

যদি কখনও কারও পরিদর্শন এলাকায় অবস্থিত ডকইয়ার্ড/শিপইয়ার্ডে নতুন নৌযান নির্মাণ বা নৌযান রূপান্তর এর কাজ করতে দেখেন তখন সেখানে সরেজমিনে পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন।

দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিলঃ

যদি কারও পরিদর্শন এলাকায় নৌ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, ঐ এলাকার পরিদর্শকের কাজ হলো সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করে যতদ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌছাতে হবে অথবা যত দ্রুত সম্ভব দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মোবাইলে প্রধান কার্যালয়ের মুখ্য পরিদর্শক/প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারককে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। স্থানীয় জনগনের সাথে কথা বলে দুর্ঘটনার কারন ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান উল্লেখ কওে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদন ছক পূরণ করে প্রধান কার্যালয়ে ফ্যাক্স, ই.মেইল ও ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

ভ্রাম্যমান আদালতের কাজে সহায়তা প্রদানঃ

নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় প্রশাসনের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগন যখন যে অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করবে সে অঞ্চলের পরিদর্শক ভ্রাম্যমান আদালতের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

নৌ আদালতে মামলা দায়ের ঃ

নৌযান পরিদর্শনকালীন সময়ে যদি কোন নৌযানের মালিক, মালিক প্রতিনিধি বা মাস্টার-সুকানী অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ ও ইহার সংশোধীন ২০০৫ এর কোন ধারা ভংগ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে নৌ আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

মামলা দায়ের পদ্ধতিঃ

নৌযান পরিদর্শনের সময় নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শন চেক লিষ্ট পূরণ করে এবং স্ব-স্ব পরিদর্শক তাকে স্বাক্ষর করে মামলা দায়েরের সময় সংযুক্ত করে দিবেন। মামলা দায়েরের জন্য একটি ফরমেট তৈরী করা আছে, সে ফরমেট অনুসরণ করে মামলা দায়ের করতে হবে। ফরমেটের যেখানে মামলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে সেখানে প্রথমে নৌযানটি কত তারিখ, কোন স্থানে, কয়টার সময় পরিদর্শন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট নৌযানে কি কি অসংগতি পাওয়া গেছে তা বর্ণনা করতে হবে। অসংগতির ফলে অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ এর কত নম্বর ধারা লংঘিত হয়েছে এবং কত নম্বর ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা উল্লেখ করতে হবে। কোর্টের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করতে পরিদর্শনকালীন ফটোগ্রাফ মামলার সংযুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।